দেবীপ্রসাদবন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এক ব্যক্তি, এক লেখক

মণীন্দ্রগুপ্ত

দেবীপ্রসাদবন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি সাক্ষাৎ দর্শনকরি ১৯৬৯ সালে। গায়ক অশোকত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেনকবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে।অলোকরঞ্জন আমাকে পাঠালেন তাঁর নানাবিধ সাহিত্যকর্মের সঙ্গী অনুজপ্রতিমদেবীপ্রসাদের কাছে। দেবীপ্রসাদের আমাকে কোনো প্রয়োজন ছিলনা। আমারই তাঁকে দরকার। আমি তখন পরমা নামে একটি কবিতারপত্রিকা করি, ভালো লেখা খুঁজে বেড়াই।

সেই প্রথমসাক্ষাতের দিনটিতে দেবীপ্রসাদদের বাড়িতে নিভৃত আনন্দের একটিবিশেষ উৎসব ছিল-- সেইচুপচাপনিরিবিলি বাড়িতে কয়েক ঘন্টা আগে দেবীপ্রসাদ প্রসূতিসদন থেকেতাঁর প্রথম সন্তান ও তার মাকে নিয়ে ফিরেছেন। আমি যে-ঘরেঢুকলাম সেই ঘরেই বাচ্চাটি বড়ো খাটের মধ্যিখানে তার ছোট্ট বিছানায় ঘুমেমগ্ন। তাকে পাহারা দিচ্ছেন কবিশান্তি লাহিড়ি। শান্তিই আমাকে বসালেন। দেবীপ্রসাদ এলেন একটু পরে -- সদ্য পিতারগুত্বঅর্জন করা এক যুবক, আমারচেয়ে বছর দশেকের ছোটো, বিড়ি - সিগারেট না খাওয়া তাঁর রক্তিম অধরোষ্ঠ। প্রথমদর্শনে তাঁর চেহারা আমার কাছে স্বাভাবিক এবং সাধারণই মনে হল । কিছুকালপরে পরমা থেকে তিনজন কবিনামে একটি সিরিজ বেরিয়েছিল। তাতে সমকালীনতিনজন করে কবির প্রত্যেকেরঅংশে তিরিশ - চল্লিশটা কবিতা, দু পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবংচিত্রীর আঁকা একখানা পোরট্রেট থাকত। তিনজন কবি-র দু নম্বর গ্রন্থেদেবীপ্রসাদ গৃহীত হয়েছিলেন। পাতাজোড়া তাঁর পোরট্রেট এঁকেছিলেন আমাদের বন্ধু অশোকরঞ্জন সিংহ।পোরট্রেটটিসর্ব অর্থেই খুব ইমপোজিং হয়েছিল। সেই ছবি দেখে রমেন্দ্রকুমারআচার্যচৌধুরী লিখেছিলেন--- কী অসাধারণ মাথা এঁকেছেন অশোকরঞ্জন দু নম্বরকবিতা কবি দেবীপ্রসাদের --মনে হয় শক্তিতে ঠাসা একটি বুনো মানুষেরমস্তক অথবা একটি বিশাল ডাইনামো-- যে - শক্তির পরিচয় ফুটেছেতাঁর বন্য চুল, গোঁফ, দাড়ি, রোমশ কালো ভু, চওড়া কপাল, চোখ, নাক,চোয়াল, বুকের ঈষৎ আভাস, এমন কি জামার অতি প্রকট, শক্ত, দৃঢ়,বিশালকলারটিতে পর্যন্ত। -- পরমা, বর্ষা ১৩৮৩।

আমার মতো কবিতার উমেদার দেবীপ্রসাদেরকাছে নিশ্চয় আরও আসত। উমেদার ওভক্তসঙ্গ তাঁর খারাপ লাগত এমন মনে হয়নি। লেখক হিসেবে তাঁর গোপন অহংকারও প্রাপ্য না পাওয়া ক্ষোভ কথায় কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠত। এসবকষ্ট একেবারে অকারণ নয়। তাঁর বিদ্যে ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমার তখনওকোনোদিন সন্দেহ হয়নি, এখনও হয়না। পুরোনো পরমার ফাইল খুলে দেখছি,প্রথম সংখ্যা পরমা-র প্রথম লেখটিই ছিল দেবীপ্রসাদের। এবং সেইশু থেকেই নিজের লেখাটি দেওয়া ছাড়া অন্যভাবেও পরমা-কে সাহায্য করেছেনতিনি। তাঁরই মাধ্যমে রমেন্দ্রকুমারআচার্যচৌধুরীর সঙ্গে আমাদের আলাপহয়েছিল। পরমা-র অষ্টম সংখ্যাটি আমার বদলে দেবীপ্রসাদইঅঘোষিতভাবে সম্পাদন করেছিলেন। সেই সংখ্যার জন্য কিছু অর্থব্যয়ও করেছিলেন।

এই সময়ে, পরমা-র চতুর্থ কভারের বিজ্ঞাপনেদেখা যাচ্ছে দেবীপ্রসাদ, প্রেসের পৃথ্বীশ সাহা এবং আমি একটি প্রকাশনসংস্থা গড়ার চেষ্টা করছি।এবং সেখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের হ্যেল্ডারলিনের কবিতার অনুবাদঃ ঈথার দুহিতা এবং শঙ্খ ঘোষের ছন্দের বারান্দা। এসব পান্ডুলিপিদেবীপ্রসাদই সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

সাহিত্যের কাজ করতে গিয়ে ওই সময়ে আমি আর রঞ্জিত সিংহএকবার প্রায় রাজদ্বারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম । তখন দেবীপ্রসাদআমাদের সঙ্গে থেকে যথার্থ বান্ধবের কাজ করেছিলেন। সেজন্য অদ্যাবধি আমি তাঁরকাছে ঋণী। ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি। সত্তরের দশকে আমি আর রঞ্জিতপ্রতিবছর বাছাই কবিতার একটি বাষিক সংকলন বার করতাম। এক বছরতাতে এক কবি ন্যায়াধীশের একটি কবিতা বিনা অনুমতিতে প্রকাশেরদায়ে আইনেরকড়া ভাষায় একটি চিঠি পেয়ে আনাড়ি আমরা প্রমাদ গুনলাম। যাহোক, গ্রীষ্মেরএক তপ্ত দিনে ট্রেনে চেপে কলকাতা থেকে বেশ দূরে ওই কবির বাসস্থানেআমরা দুই অপরাধী নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষা করতে চললাম। সঙ্গেদেবীপ্রসাদ চললেন আমাদের সাহস জোগাতে। বেরিয়েছিলাম ভোরবেলায়, ফিরলাম রাত করে। সেদিন অতটাসময় পুরো অভুক্ত থেকে এবং কিছুটা নিগ্রহ সহ্য করে দেবীপ্রসাদ আমাদেরসঙ্গে ছিলেন।

দেবীপ্রসাদের বাড়িটিকে আমার মনে হতঘনবয়ন, স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ একটি সংসারের শান্ত আবাস।দেবীপ্রসাদের কথাবার্তায় তাঁর নিজস্ব অর্জিত পরিশীলন ছিল। বাংলা ভাষাও সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেতাঁর জ্ঞান তখনই আশার অতিরিক্ত ছিল এবংক্রমাগত জাগরূক অধ্যয়নের ফলে আরও বেড়ে যাচ্ছিল। আজ আমরা সকলেই জানিকয়েকটি বিষয়ে দেবীপ্রসাদ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক -- তাঁরজানার পরিধি ও অনুপুঙ্খের বিচিত্র শাখায়। তাঁর এই সপ্রাণতায় তাঁরপ্রতি আমি একজন সমধর্মার আকর্ষণ অনুভব করতাম। রঙিন কবিতাবইটির সংকলনকর্তা এবং সম্পাদক হিসাবে দেবীপ্রসাদের চেয়ে যোগ্যতর আমি কাউকে ভাবতে পারি না। তাঁরবাংলা লিমেরিকের সংকলন বা বিদ্যাপতির বাংলার রূপান্তরণ আরত্তচন্দ্রমা ওই সপ্রাণ ও নানা দিগ্‌দর্শীভালোবাসারই ফল। ভিনদেশি কবিতার ভাব ও শিল্প ছিল কবি দেবীপ্রসাদের আর একউৎসাহের বিষয়। হিমেনেথ, লোরকা, ব্লেক - এর কবিতা তিনি তাঁর মতোকরে সযত্নে অনুবাদ করেছিলেন । হিমেনাথ -এর অনুবাদ শিকড়ের ডানা বইটিতেমুদ্রণ ব্যাপারে দেবীপ্রসাদের বিশিষ্ট চি জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধঅনুধাবনযোগ্য। মুদ্রণ যে একটি শিল্প সেকথা তাঁর ছোটোদের কবিতারবইয়ের দু-একটি পাতা খুললেই টের পাওয়া যাবে। পরমা-র এক সংখ্যায় ব্লেক-এর অগরিজ অফ ইনোসেন্স এর দেবীপ্রসাদ - কৃত অনুবাদ আমি

দুই কলামে ছাপতে চাইলে অনুবাদক আপত্তিকরলেন--- না, না। এককলামে ছাপুন। বেশ স্তম্ভের মতো দেখাবে। নিজের লেখালিখির মমতা বোধহয় তাঁর একটু বেশিই ছিল।

ছাপাছাপি, বই প্রকাশ, পত্রিকা করার যেএকটা আর্থিক দায় আছে, নিজেকে বিশুদ্ধ লেখক মনে করার ফলে, সেকথা সম্ভবত দেবীপ্রসাদের মাথায়আসত না। অথবা হয়তো যিনি সারাজীবন বই কেনেন, বেচেন না, হঠাৎ বই বেচে টাকা নিতে তাঁর সংকোচ হয়। অতএব, সেই যে বলছিলাম, দেবীপ্রসাদের,আমার এবং পৃথ্বীশ সাহার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশনার কথা - সেখান থেকেআমাদের এক পয়সাও ঘরে ফেরত এল না। দেবীপ্রসাদের হাওয়া বোধহয় দুজনেরগায়েও লেগেছিল --- শঙ্খবাবুর ছন্দের বারান্দা-র মতো বইও কেউ আমাদের কাছথেকে পয়সা দিয়ে কিনল না।
রদ্রু ফুলের তোড়া ---এই নামটিই তো অসাধারণ।রদ্রু ফুল প্রথমে মনে হবে বুঝি বা কোনো বাস্তব ফুলেরই নাম।কিন্তুনা, একটু মন দিলেই আড়াল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে --- রোদ, রউদ, রোদ্দর, রৌদ্র,রদ্রু আসলে একই কথা। রদ্রু সম্ভবত পুববাংলার কোনো উপভাষা থেকেনেওয়া। আবার শব্দের মিল মিলিয়ে মনে হয় দ্রের ছোটো ভাই বুঝিদুপুরে চন্ডি।
দেবীপ্রসাদের আর-একটি বইয়েরন াম এক যেছেলে দশসাহসী। একটাই ছেলে, কিন্তু সে দশজন সাহসীর সমান। আবার ধবনিসাম্যেদশসাহসী দুঃসাহসীর মতে াও শোনায়।
কিংবা উলটিপালটি পথ-ই বা কম কী ! কত বিদ্যে বুদ্ধি কল্পনা এবং স্নেহ দিয়েকবিতার বইয়ের এইসব নাম গড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের শিশু - কবিতায় সুকুমার রায়ের মতো তুঙ্গপ্রতিভা হয়তো আর নেই, তবু আমাদের মতো দীর্ঘায়ু পাঠকদের কাছে একথা অত্যন্তস্পষ্ট যে সুকুমার র ায় একাই সব নন, তিনি একটি দিক মাত্র। নিজের কালে, সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁরঅবস্থান ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক পরে, সিগনেট প্রেসের অভ্যুদয়ের পরে, বিত্রির প্রেরণায়তাঁকে বাংলা কিশোর - কবিতায় প্রায় একের বলে প্রচার করাহল। বিশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছোবার আগেই বাঙালি ভুলতে শু করলসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র বাগচি, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,সুনির্মল বসু, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে । ফলে আমাদের এখনকার শিশু - কবিতার লেখকেরা শিশু - কবিতাবলতেবোঝান হাসির কবিতা, উদ্ভটরসের কবিতা এবং ছড়াকে । দেবীপ্রসাদ এই ভুলটি করেননি। তাঁরপড়াশোনা অনেক বিস্তৃত বলে তিনি শু করেছিলেন বহুপূর্ববর্তী,অনতিপূর্ববর্তী, সবাইকে সামনে রেখে।

পুলি মুকুট -এদেবীপ্রসাদের একটি কবিতা আজ যেতে বোলো না আমায়। অকাজে, ঘুমিয়ে,আলস্যে, ঘর থেকেদুরে স্বপ্নে পালিয়ে যায় এক ছেলে। এই কল্পন াটারবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতাতেও ছিল।
হটর হটর, ছাওয়া,ঘুমঘুমোতি, পিদুম -- এরকম অনেক অনেক বাংলা শব্দ কারও একলার সম্পদ নয়,তবু এখনকার কোনো লেখকের হাতে ব্যবহৃত হতে দেখলে দক্ষিণারঞ্জন কিংবাঅবনীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। তারপর ---

হঠাৎ যেন আকাশ জোড়া
কালি নদীর তরঙ্গ,
গাছ ভাবে, থাক ! নিজের দাওয়ায়
যাই ফিরে আজ বরং গো !
পাতায় পাতায় সেঁদিয়ে আসে
ঝুলকালি ভয়ছায়ার ধুম ---
কে ফের গায়ে বুকের পাটায়
পিটছে হাতুড় দুমাদ্দুম !

মস্ত মাথা ভর্তি জট,
থরথরিয়ে কাঁপছে বট !
হাসছে কারা কাছভিতে।
নাচছে কারা ঢাক - পিঠে।
উঠছে খাড়া রণপায়ে।
ঝুলছে দোলা - ঝুলির গায়।
ছুঁড়ছে ঢেলা অবিশ্রাম।
গাছ চেঁচায়, হে রাম রাম-- (ঝুপসি বট)

পড়তেপড়তে বারবার মনে পড়ে কতকাল আগেকার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে।

১০ টা ১২র গাড়ি।
মাছি গলবে যে তারই
ফাঁকি নেই, তবে মনিষ্যিজাত--
তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।
উঠছেই, লোক উঠছেই...
কী পর্যন্ত
উঠবে কে জানে । এরই মাঝখানে
সিটি দিল তিন - চারবার।

ঘেমে ভিজে নেয়ে নেতিয়ে গেনু যে !
নাম দেখছি নে ছাড়বার।
এ কী। এ কী হল। আরে ও মশয়,
সামলে রাখুন চাপ,
বেরিয়ে যাব যে। বাপ্ !
ও হে মধুবাবু,গাড়ির আজ হল কী হে !
আগিয়ে দেখ না ঘাড়টা—
মন্ত্রীটন্ত্রি আগমন ? না কি
ডেরাইভারই নিপাত্তা ?

দেবীপ্রসাদের ১০টা১২র গাড়ি কবিতাটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃ তি দিলাম উপরে। খুব দক্ষ লেখা। কিন্তু এই কবিতার মেজাজের সঙ্গে কি পূর্বপুষ অবনীন্দ্রনাথের চট্জলদীকবিতা বা ভূতের কেত্তনের মিল নেই ?

পুর্বপুষদের এইভূমিতেই ছিল দেবীপ্রসাদের বেস ক্যাম্প। এখান থেকেই রসদ, অক্সিজেনের কৌটো, স্লিপিং ব্যাগ, আইস অ্যাক্স্ নিয়ে তিনি নিজের পথে শিখরে উঠেনিজস্ব পতাকাটি উড়িয়েছেন। অর্থাৎ বাঙালির আবহমানের শিশু - কবিতার পথধরে এগিয়েই সিদ্ধি পেয়েছে দেবীপ্রসাদের শিশু - কবিতা। এতেমৌলিকতায় কোনো কলঙ্ক তো লাগেই না, বরং আজকের দিনে এর বিশেষমূল্যও আছে। পুরোনো হেঁয়ালি ছড়াকে মনে রেখে দেবীপ্রসাদযে বারোমেশ াহেঁয়ালি লিখেছেন তা অন্য কোনো কবির কাছে আশা করতে পারি না।

কোনো কোনো ঘটনায় বাকারও কারও লেখা পড়ে বুঝি, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মর্মে কোথাওএকটা চিরনিজস্বতা আছে । অন্য দেশের ঝালাপালা শোরগোল থেকে দূরে, নিঃসঙ্গথেকে থেকে বহুদিন ধরে তা তৈরি হয়েছিল। সময়ের স্রোতে পড়ে সেইচিরনিজস্বতাগুলি আবার অন্তঃশীল হয়ে বয়ে গিয়ে পৃথিবীর সবার সঙ্গেসবাইকে গোপনে যুক্ত করে রেখে। এ অনেকটা যেন আমাদের গাঁয়ের খালের জল— নদী হয়ে সমুদ্রে পড়ে সাতসমুদ্দুর যেখানে একহয়ে আছে পৃথিবীর সেই ঘাটেরসঙ্গে ঘাটের যোগ করে চলেছে। শিশুরাসেই জল আকাশ বাতাসের মতোই বিশুদ্ধ ও প্রবহমান বলে দেশে দেশে আলাদাহয়েও গভীরে কোথাও এক। দেবীপ্রসাদ অজানিতে এইসব কথা আমাদের মনেপড়িয়ে দেন। এ বিষয়ে আমি তিনটি ছোটো ছোটো নমুনা দিচ্ছি —

১। এক ছেলে তার মাটির ব্যায়লা উঠছে ক্যাঁ কোঁ করে,
সুর হয়ে যেই উড়তে যাবে ছড় লেগে যায় ঝরে ঃ
ঝরছে সে কুল গাছে - গাছে, ঘুরছে টোপর কুলেরকাছে।
একটু যেটুক লাগল কাঁটায়, কাঁপছে সে ডাল ধরে...
২। এক যে ছেলে লাগল কাঁটায়, কাঁপচে সে ডাল ধরে...
এই তো ছিল হাতছানি পথ, কোথায় গেল ডেকে !
ঢুকল কি আনমনে - বাতাস বাজা বনে
জঙলা ছায়ায় লুকিয়ে চলে ওই বুঝি মুখ ঢেকে ...
৩। এক ছেলে তার একটু ডিঙি বাইছে আপন হাতে —
রোদ - ঝমানো একলা জলে, চাঁদ - ছমানো রাতে।
আর নেই গাঁ পাখির পাঁতি, দু পাড় জোড়া জোনাক -বাতি —
দুধের ফোঁটা টুপটুপিয়ে পড়ছে ছইয়ের ছাদে ...

তাঁর পাঁচখানি বই এবং অগ্রন্থিত ছোটোদের কবিতাপড়তে পড়তে মন আটকে গেল জয়দেব কবি - তে । আমি অত্যুক্তি করছি না —জয়দেব, তাঁর কাহিনি, পরিপ র্শ এবংতাঁর রচনা আত্মস্থ করে এমন কবিতা লেখার কথা মনে আনতে পারেন এখনএকমাত্র দেবীপ্রসাদই। এই প্রসঙ্গে আরেকবার মনে পড়ল বিদ্যাপতিরপ্রধান কবিতাগুলির দেবীপ্রসাদি সংস্করণ ঃ ..আরক্ত চন্দ্রা..। আমিজয়দেব কবি পুরোই এখানে উদ্ধার করছি —

জয়দেবকবি
মধুর কোমল কান্ত পদং।
মধু খেয়ে ওড়ে ক্লান্ত পতঙ।।
ফাগচুর ওড়া হাওয়া কুলকুল।
বেণু ফুঁকে নাচে রাসের পুতুল।।
গেয়ে নেচে ফেরে - চুড়োয় মালায়
ভরা ফাগুনের রঙ জ্বলে যায়।।
আমোদ- আমোদ — কানাকানি বন।
মধু খেয়ে ওড়ে ক্লান্ত পতঙ।।
ঢেউ গাঁথা জল, তমালের দল,
নুঝুনুবাজা দু পায়ের মল —
যারা যায়, দেখে দুটি চোখ ভরে।
টানাটানি চোখ কষ্টিপাথরে।।

পাখিডেকে যায়, ফুটে ওঠে ফুল।
বেণুফুঁকে নাচে রাসের পুতুল।
বেজেবেজে ওঠা আমোদ মৃদং।।
জয়জয়দেব – ফুকারে গায়েন।
কবিবসে বসে ব্লাকে টুকে নেন ঃ
তমালেরদল, নুঝুনু মা,
পড়াশকু, রাস - নাচের ছেকল,
ফাগচুরওড়া ঘোর করা দিন
ডিডিমডিডিম ডিডিম ডিডিম ---
আজ আমি এইখানেই না হয় থেমে গেলাম। এইকবিতাটির ঘোর কাটিয়ে এখনই আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com